মুজিবনগরে সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে হাট ব্যাবস্থাপনা চালু

করোনার সংক্রমণ রোধে মুজিবনগরে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার লক্ষ্যে বক্স সিস্টেম এর মাধ্যেমে হাট ব্যাবস্থাপনা চালু করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার বিকালে দারিয়াপুর খেলার মাঠে ও শিবপুর মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে দুইটি হাটে প্রথম বক্স সিস্টেম চালু করা হয়।

মানুষের সমাগম রোধে যার দুরুত্ব করা হয়েছে একটি বক্সের থেকে আরেকটি ১০ ফুট প্রযন্ত। এবং একটি লাইন থেকে আরেকটি লাইনের দুরুত্ব প্রায় ১৫ ফুট।

প্রতিটি বক্সের ভিতরে একটি করে দোকান বসানো হয়েছে। এছাড়া প্রত্যেক লাইনে একটি করে ত্যাগ লাগিয়ে রাখা হয়েছে।

যা দেখে খুব সহজেই সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে ক্রেতার তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করতে পারছে।

সাথে সাথে বাজারে আসা সকল ক্রেতাদের সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে বাজার করতে ও বিভিন্ন ভাবে সচেতন করতে সব সময় সহযোগীতা করছেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিজ উদ্যোগে তৈরিকৃত মুজিবনগর করোনা-১৯ স্বেচ্ছাসেবক সদস্য বৃন্দরা।

যতদিন প্রর্যন্ত করোনার সংক্রমণ না রোধ হবে ততদিন প্রযন্ত মুজিবনগর উপজেলার সব কয়টি হাট এরকম পদ্ধতিতে বসানো হবে বলে জানিয়েছে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি জানান, করোনা সংক্রমন রোধে সামাজিক দুরুত্ব বজায় রাখার লক্ষে দারিয়াপুর ও শিবপুর হাটে প্রথম বক্স সিস্টেমে হাট ব্যাবস্থাপনা চালু করা হয়েছে।

এছাড়া মুজিবনগর করোনা-১৯ স্বেচ্ছাসেবক সদস্যরা সেখানে সব সময় সাধারণ জনগণকে সহযোগীতা করছেন। এখন থেকে যতদিন প্রযন্ত করোনা

সংক্রামণ রোধ না হয় ততদিন প্রর্যন্ত মুজিবনগর উপজেলার সকল হাট এই ব্যবস্থাপনায় চলে আসবে।

মুজিবনগরে অবৈধ ভাবে মাটি কাটায় দুজনের ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

মুজিবনগর উপজেলার বিশ্বনাথপুরে ভৈরব নদীর পাড়ে অবৈধ ভাবে মাটি কাটার অপরাধে দুইজনের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।
শনিবার দুপুরে ভৈরব নদীর পাড়ে এ আদালত বসানো হয়। বিশ্বনাথপুর গ্রামের ফয়জদ্দিন মন্ডলের ছেলে বাবলু ও একই গ্রামের আনারুলের ছেলে ঈমনের কাছ থেকে এ জরিমানা আদায় করা হয়।

আদালত পরিচালনা করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনী।

তিনি জানান,বিশ্বনাথপুর গ্রামের কিছু লোক অবৈধভাবে ভৈরব নদীর পাশে থেকে মাটি উত্তলোন করে জায়গাটি গর্ত করে ফেলছে।
যে কারনে যে কোন সময় পাড় ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। আর সরকারী মাটি এভাবে অবৈধ ভাবে মাটি উত্তোলন করা অনেক বড় অপরাধ। আজ সকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এমন খবর জানতে পারার পর সেখানে অভিযান চালানো হয়। পরে তাদের একসাথে হাতে নাতে ধরতে পেরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্হাপনা আইন ২০১০ ধারা ৪ ও ১৫ ধারা অনুযায়ী ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

ইউএনও’র ধোঁকা বিষয়ক স্ট্যাটাস…

প্রশাসনকে ধোঁকা দিয়ে কিছু চা বিক্রেতা বিভিন্ন স্থানে চা বিক্রি করছেন। এ নিয়ে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি তাঁর ফেসবুক ওয়ালে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন। তা হুবুহু তুলে ধরা হলো।

তিনি লিখেছেন-

গতকাল বিকালে মুজিবনগর উপজেলার তিনটি ইউনিয়নের অনেকগুলো গ্রাম ঘুরে একটি চায়ের দোকানও খোলা পাইনি। সাতটি বাজার ঘুরে নির্দেশনার বাইরে মাত্র একটি দোকান খোলা পেয়েছি। তাই আমার খুব ভাল লেগেছে যে, মুজিবনগর উপজেলার মানুষ আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

তবে কিছু কিছু মানুষ প্রশাসনকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য চালাকি করছে বলে আমার কাছে খবর আসছে।
যেমন: কিছু চা দোকানদার এখন দোকানে চা বিক্রি না করে বাড়ির পাশে জঙ্গলে চা বিক্রি করছে এবং লোকজন সেখানে একত্রিত হয়ে চা পান করছেন! আবার ফজরের নামাজের পরে খুব সকালে কেউ কেউ দোকান খুলেও চা বিক্রি করছে!
চা দোকানদারের কথা না হয় বাদ দিলাম। আমরা অনেক সচেতন মানুষ কেন সেখানে একত্রিত হয়ে চা পান করছি!!

কয়েকদিন আগে একটি ইউনিয়নে অভিযান করছিলাম। কোনো এক বাজারের একটি বন্ধ চা দোকানের মাচায় বসে কিছু মানুষ আড্ডা দিচ্ছিলো। আমাদের দেখে অনেকে দৌড়ে পালালো, কয়েকজনকে বুঝিয়ে বললাম।

সেখান থেকে কিছু দূর যাওয়ার পর আমার মোবাইলে ফোন আসলো ” স্যার যাদের আপনি বুঝিয়ে বলে গেলেন, আর যারা ভয়ে দৌড়ে পালালো তারা সবাই আবার গিয়ে সেই মাচায় বসেছে”।

দূর থেকে গাড়ি দেখলে পুরো জায়গা ফাঁকা। চলে যাওয়ার পর আবার ফিরে আসা। সবাই প্রশাসনকে ধোঁকা দিচ্ছে!! এ এক ভয়নক মানসিকতা।

আচ্ছা যারা এটা করছেন, তারা কি একবারও চিন্তা করেছেন কেন আমরা রাত-দিন এত অভিযান, এত মোবাইল কোর্ট, এত সচেতনতামূলক কার্যক্রম

পরিচালনা করছি? কেন সরকার আপনাদের বারবার ঘরে থাকতে বলছে? কেন আমরা এত কষ্ট করে সবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাদ্য পৌঁছে দিচ্ছি!! গতকাল ১০০০ মানুষের বাড়ি গিয়ে খাদ্য পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

আপনাদের কি কোন দায়িত্ব নাই? কেন আপনারা প্রশাসনকে ধোঁকা দিচ্ছেন?

আপনি কি জানেন আপনি নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোকা দিচ্ছে না! আফসোস যদি সেটা বুঝতেন!!

তাই আসুন অন্তত আগামী কিছুদিন সব ধরণের চালাকি বন্ধ করে আমরা আমাদের সকলের স্বার্থে তথা রাষ্ট্রের স্বার্থে ঘরে থাকি।

তবে মুজিবনগর উপজেলার যুবসমাজ সত্যিই গর্ব করার মত। তারা অনেক ভাল ভাল কাজ করছে। আমি চাই তারা এসব মানুষের চালাকি বন্ধেও প্রশাসনকে সহযোগিতা করবে। ধোঁকাবাজদের সংখ্যা খুবই কম।

মোনাখালীতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মিডা’র খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মোনাখালী গ্রামের শিক্ষা উন্নয়ন সংঘ (মিডা) আজ বিকেল ৪ টার সময় মিডা পাবলিক লাইব্রেরীর সামনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে গ্রামের ৫০ টি পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরন করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গণি, মোনাখালী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, পুরন্দরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মোছাঃ শিরিনা খাতুন৷

উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি মিডার এই উদ্যোগের প্রশংসা করে মিডার কর্মকান্ডে সার্বিক সহযোগীতার আশ্বাস দেন৷

উক্ত বিতরন আয়োজনে আরও উপস্থিত ছিলেন মিডার সহ সভাপতি রাজু

আহমেদ ও সালাউদ্দীন, সাধারন সম্পাদক আল-ইকরাম সোহাগ, সাংগঠনিক সম্পাদক সাব্বির আহমেদ মুন্না, পাঠাগার ও অর্থ সম্পাদক আসিফ ইকবাল শুভ, সদস্য ইকরামুল কবির, মাহফুজ ইমন, সাজিদ হাসান, শিমুল বিন শাহরিয়ার, সজিব, পিয়াস,রাকিব, সাব্বির, অন্তর, বিরদ প্রমুখ।

সাধারণ সম্পাদক সোহাগ বলেন, প্রশাসনের পাশাপাশি আমরা আমাদের সামর্থ্য থেকে গ্রামের ২০০ মানুষকে খাদ্যসামগ্রী বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছি, আমাদের এই কার্য়ক্রম অব্যাহত থাকবে।

মুজিবনগরে উপজেলা প্রশাসনের অভিযান

মুজিবনগর উপজেলায় জনগনের সামাজিক দুরুত্ব নিশ্চিত করতে বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়েছে উপজেলা প্রশাসন।

বৃহস্প্রতিবার বিকাল থেকে রাত ৮টা প্রযন্ত মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস, জয়পুর, তারানগর, রতনপুর, ঢোলমারী, মহাজনপুর, কোমরপুর, শিবপুর, রামনগর ও গোপালনগর গ্রামে এ অভিযান চালানো হয়।

এ সময় রাস্তায় অযাথা ঘুরফেরা, একসাথে কয়েকজন মিলে আড্ডা দেওয়া, দোকানের সামনে জনগণ ভির করে মালামাল বিক্রি ও মুদিও খানার দোকানে পন্য তালিকা না রাখার অপরাধে ভ্রাম্মমাণ আদালত বসিয়ে বিভিন্ন জনের কাছে থেকে ৭ হাজার ৫ শত টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনী।

তিনি জানান, করোনা ভাইরাসের মোকাবেলা করার জন্য সরকার সকল জনগনকে ঘরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে যাতে করে কেউ কারও সাথে সংস্পর্শে আসতে না পারে। কারন কয়েকজন জনগন একসাথে সংস্পর্শে আসলে ভাইরাস ছড়িয়ে যেতে পারে।

তাই সরকারী নির্দেশনা না মেনে যে সকল জনগন অবাধে কাজ ছাড়া

রাস্তায় ঘোরাফেরা করছে এমন জনগণ, ঔষাধ ও মুদির দোকানে কয়েকজন মানুষকে একজাগায় করে পন্য বিক্রি করা এবং মুদির দোকানে মূল্য তালিকা না থাকায় কিছু দোকানদারকে জরিমানা করা হয়।

মুজিবনগরে আট জনের ৪ হাজার ২’শ টাকা জরিমানা

মুজিবনগরে সরকারী নির্দেশনা না মেনে অকারনে রাস্তায় ঘোরাফেরা করার অপরাধে কিছু ব্যাক্তি ও ঔষাধের দোকানে ভীড় করে ঔষাধ বিক্রির অপরাধে ফার্মেসীর দোকানে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বুধবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে এ অভিযান চালানো হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনী।

এ সময় মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম উপস্থিত ছিলেন।

অভিযান চলাকালীন সময়ে মোট ৮ জনের কাছ থেকে ৪ হাজার ২ শত টাকা জরিমানা করা হয়।

মুজিবনগরে বাড়ি বাড়ি যেয়ে

সরকারি খাদ্য সামগ্রী দিয়ে আসছে প্রশাসন

সারা বাংলাদেশের ন্যায় করোনা ভাইরাসের প্রভাবে মেহেরপুর জেলা লকডাউন ঘোষনা করার পরা বসে থাকা দিনমুজুর দরিদ্র অসহায় ব্যাক্তিদের বাড়ি বাড়ি যেয়ে খাদ্য সামগ্রী দিয়ে আসছে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন।

বুধবার বিকালে সরাকারি সহায়তা ও জনপ্রশাসন মন্ত্রালয়ের ব্যাক্তিগত উদ্যেগে সকল খাদ্য সামগ্রী বিতরন করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনী ও মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলার ১ হাজার জন চা বিক্রেতা ও সেলুন দোকানদারদের মাঝে এ সকল খাদ্য সামগ্রী বিতরন করা হয়।

মুজিবনগরে গলাই ফাঁস দিয়ে যুবকের আত্মহত্যা

মুজিবনগরে গলাই ফাঁস দিয়ে সৈকত মন্ডল(২১) নামের এক যুবক আত্মহত্য করেছে।নিহত সৈকত মন্ডল মুজিবনগর উপজেলার রতনপুর পূর্ব পাড়ার মৃত, ডিউক শ্যামল মন্ডল ওরেফে বাপীর ছেলে।

মঙ্গলবার রাত বারোটার পর থেকে দুপুর ১ টার ভিতর যে কোন সময় তার নিজ ঘরে আত্মহত্যা করেছে বলে যানায় স্থানীয়রা।

তবে মঙ্গলবার দুপুর একটার পর বাড়ির লোকজন ঝুলন্ত অবস্থায় তার লাশ দেখতে পায়।
পরে বাড়ির পাশের লোকজন ও পুলিশকে খবর দেয় তারা।

এদিকে পুলিশ জানার পর পর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম জানান, ঘটনা শোনার পর পরই পুলিশ ঘটনা স্থল পরিদর্শন করে। আত্মহত্যার বিষয়ে কোন ধরনের সন্দেহ নাই। এবং পরিবারের পক্ষ থেকে কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। এদিকে পরিবারের পক্ষ থেকে দাফন করার অনুমতি চাইলে জেলা প্রশাসক স্যার ময়নাতদন্ত ছাড়ায় লিখিতভাবে লাশ দাফনের অনুমোদন দেন।

পরে আমরা জেলা প্রশাসক স্যারের অনুমতি ক্রমে তাদের লাশ দাফনের ব্যাবস্থা করতে বলি।

এদিকে আত্মহত্যার ঘটনা শোনার পর মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি ও সার্কেল এসপি মুস্তাফিজুর রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

মুজিবনগর লক ডাউন, কোন ভাবেই মানছে না সামাজিক দূরূত্ব

করোনা ভাইরাস মোকাবেলাই জনগনণর সমাগম ঠেকাতে মুজিবনগরের সকল দোকান পাট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে কোন ভাবেই কি মানছে না সামাজিক দূরূত্ব?

বিকাল হলেই বিভিন্ন স্থানে দেখা যাচ্ছে লোক সমাগম করতে। করোনা ভাইরাস নামের এই মরণঘাতির টেনশন থাকছেই না কারো মাথায়। যে যার ইচ্ছেমত চলাফেরা করছে। কোন কোন স্থানে জনগণ একসাথে বসে আড্ডা দিচ্ছে।

ইতিমধ্যে কয়েকদিন থেকে জনসমাগম ঠেকাতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব সময় অভিযান চালানো হচ্ছে। তবুও কিন্তু কোন ভাবেই কমছে না জনগনণর মেলামেশা।

আজ বৃহস্প্রতিবার বিকালে ঘুরে ঘুরে কয়েক জায়গায় দেখা গিয়েছে জনগস দিদারছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোন কোন যায় গায় মাছায় বসে থাকতে দেখা গিয়েছে।

যেখানে চায়ের দোকানে লোকসমাগম ঠেকাতে চায়ের দোকান গুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে বন্ধ চায়ের দোকানেই জনগণ বসে শুরু করছে মনের সুখে গল্প।

মুজিবনগরে সংক্ষিপ্ত পরিসরে স্বাধীনতা দিবস পালন

মুজিবনগরে স্বল্প জনসমাগমে সংক্ষিপ্ত পরিসরে যথাযথ মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়েছে।

বৃহস্প্রতিবার সকালে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে এ উপলক্ষে মুজিবনগর সৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পন করা হয়।

উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুষ্পমাল্য অর্পন করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনী,মুজিবনগর থানার পক্ষ থেকে পুষ্পমাল্য অর্পন করেন মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম ও উপজেলা আওয়ামীলীগের পক্ষ থেকে পুষ্পমাল্য অর্পন করেন মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস।

এ সময় বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন, উপজেলা এলজিইডি ইন্জিনিয়ার শাহীন আক্তার, উপজেলা তথ্য সেবা কর্মকর্তা তানিয়া খন্দকার উপস্থিত ছিলেন। পুষ্পমাল অর্পন শেষে পতাকা উত্তলোন করা হয়। এবং ১ মিনিট নিরবতা পালন করে দোয়া করা হয়।

এর আগে ৩১ বার তপধনির মধ্যে দিয়ে দিবসটির শুভ সূচনা করা হয়।